দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত নয় এমন কয়েদির (বাধানিষেধ সমেত বা ব্যতীত) হাসপাতালে স্থানান্তর

(মেন্টাল হেলথ্ অ্যাক্ট 1983 এর ধারা 48)

1. রুগীর নাম	
2. আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম (আপনার "রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান")	
3. হাসপাতাল এবং ওয়ার্ডের নাম	
4. আপনার স্থানান্তর নির্দেশের তারিখ	
5. বাধানিষেধের নির্দেশ আছে?	হ্যাঁ/না

আমি হাসপাতালে কেন আছি?

আপনাকে এই হাসপাতালে আনা হয়েছে কারণ দুজন ডাক্তার সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর জাস্টিসকে জানিয়ে যে আপনার মানসিক ব্যধি আছে এবং চিকিৎসার জন্য আপনার হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন।

মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্ট 1983-এর ধারা 48 অনুসারে সেক্রেটারি অফ স্টেট একটি স্থানান্তর নির্দেশ অর্থাৎ "ট্রান্সফার ডায়রেকশন" জারি করেছেন যার দ্বারা দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নয় এমন কয়েদিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায়।

এছাড়া মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্টের ধারা 49 এর অধীন সেক্রেটারি অফ স্টেট হয়ত আপনাকে বাধানিষেধের নির্দেশ অর্থাৎ রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন দিয়েছেন।

রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন কি?

যদি আপনাকে রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন দেওয়া হয় তার অর্থ সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর জাস্টিস আপনাকে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে আপনার হাসপাতাল থেকে ছুটির সঙ্গে কয়েকটা শর্ত থাকবে যা সময়মত আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আপনি হাসপাতালে থাকাকালীন আপনার অস্থায়ী ছুটি বা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হলে আগে আপনার পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান) সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর জাস্টিসের সম্মতি নিয়ে নিতে হবে।

আমি কতদিন এখানে থাকব?

আপনার ট্রান্সফার ডায়রেকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে।

যদি **ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট দ্বারা পুনঃপ্রেরণের (রিমান্ড) পর** আপনার এখানে স্থানান্তর হয়ে থাকে ঃ

> আপনাকে পুনঃপ্রেরণের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে, এর একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি আপনাকে ন্যায়বিচারের জন্য ক্রাউন কোর্টে (Crown Court) পাঠানো হয় বা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট আবার আপনাকে পাঠানোর আদেশ দেয় (সেক্ষেত্রে আপনি হাসপাতালে থাকবেন)। যদি আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বলেন যে আপনার মানসিক ব্যধির চিকিৎসার জন্য আপনার আর হাসপাতালে থাকার দরকার নেই তাহলেও ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট ঐ ট্রান্সফার ডায়রেকশনের সমাপ্তির আদেশ দিতে পারেন। কোর্ট আপনাকে জামিনে না ছাড়ার রায় না দিলে আপনাকে আবার কয়েদে ফেরত পাঠানো হবে।

আপনাকে যদি **দেওয়ানি কয়েদি হিসাবে বা অভিবাসনের আইনে** এখানে স্থানান্তরিত করা হয় ঃ

> যতদিন না আপনাকে কয়েদ থেকে ছুটি দেওয়া বা আটকবন্দী রাখার কেন্দ্র (ডিটেনশন সেন্টার) থেকে ছুটি দেওয়া হত ততদিন যাবৎ আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে, এবং একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বলেন যে আপনার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। যদি আপনাকে রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন দেওয়া হয় এবং আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বলেন যে আপনার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, তাহলে আপনাকে কয়েদে বা আটকবন্দী রাখার কেন্দ্রে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যান্য কেসে ঃ

> যতক্ষণ না আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বলবেযে আপনার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই কিংবা যতক্ষণ না কোর্ট আপনার কেসে রায় দেবে ততক্ষণ আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে। যদি আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান বলেনযে আপনার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই তাহলে আপনাকে কয়েদে ফেরত পাঠানো হবে, এর ব্যতিক্রম হবে যদি কোর্ট আপনাকে জামিনে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ট্রান্সফার ডায়রেকশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কি আমাকে হাসপাতালে রাখা যায়?

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টের অন্য একটি ধারার অধীন আপনাকে হাসপাতালে রাখা যায়, যদি আপনার ট্রান্সফার ডায়রেকশন শেষ হওয়ার পরও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলে এটা করা যায়। তেমন হলে, এর ব্যাখ্যাসহ আরেকটি পত্রিকা আপনাকে দেওয়া হবে।

আমার যদি আবার কোর্টে যেতে হয় তাহলে কি হবে?

আপনাকে যদি পুনঃপ্রেরণ করা হয় এবং তখনও ন্যায়বিচার না হয়ে থাকে তাহলে হয়ত আপনাকে আবার কোর্টে যেতে হবে। কোর্ট আপনার কেস বিচার করে দেখবে এবং মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টের ধারা 37 এ হাসপাতালের আদেশ অর্থাৎ হাসপিটাল অর্ডারের মাধ্যমে আপনাকে হাসপাতালে থাকতে বলবে কিংবা অন্য কোনো দন্ডাদেশ দেবে। যদি দুজন ডাক্তার বলেন যে আপনার মানসিক ব্যধি আছে এবং মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টের অধীন আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন শুধু তাহলে কোর্ট হসপিটাল অর্ডার জারি করতে পারে।

আমি কি আপীল করতে পারি ?

সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর জাস্টিস আপনাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত দিলে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট আপনাকে পুনঃপ্রেরণের আদেশ দিলে আপনি তার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন না।

তবে হাসপাতালে কয়েকজনের কাছে আপনি ছুটির আবেদন করতে পারেন।

যদি আপনাকে রেসট্রিকশন ডায়রেকশন না দেওয়া হয়, তাহলে আপনি হসপিটাল ম্যানের্জাসের কাছে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার অনুরোধ করতে পারেন। যে কোনো সময় আপনি এটা করতে পারেন। হাসপাতালের ভেতর গঠিত এক বিশেষ সমিতি এই হাসপিটাল ম্যানেজার্স (Hospital Managers), লোকেদের হাসপাতালে রাখতে হবে কি না তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। আপনাকে যেতে দেওয়া হবে কি না সেই নির্ণয় নেওয়ার আগে হসপিটাল ম্যানেজার্স হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। আপনি এটা করতে চাইলে তাদের কাছে এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন ঃ

অথবা কর্মীদলের সদস্যের কাছে হসপিটাল ম্যানেজার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে পারেন।

আপনাকে রেসট্রিকশন ডায়রেকশন দেওয়া হোক না হোক, আপনি ট্রাইবিউনালকে দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার অনুরোধ করাতে পারেন।

ট্রাইবিউনাল কি এবং কি হয় ?

ট্রাইবিউনাল এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ, আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া উচিত কি না তা এই সঙ্ঘ নির্ণয় নিতে পারে। এরা আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে মিটিং করবে। এই মিটিং-কে “হিয়ারিং” অর্থাৎ শুনানি বলা হয়। আপনি চাইলে অন্য কাউকে এই হিয়ারিং-এ আপনাকে সাহায্য করার জন্য আসতে বলতে পারেন। হিয়ারিং-এর আগে ট্রাইবিউনালের সদস্যরা আপনার এবং আপনার পরিচর্যার বিষয়ে হাসপাতালের রিপোর্ট পড়বেন। এছাড়া ট্রাইবিউনালের একজন সদস্য আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি কখন ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারি ?

আপনাকে ট্রান্সফার ডায়রেকশন দেওয়ার ছয় মাস পরে যে কোনো সময় একবার আপনি ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারেন।

এর পরবর্তী ছয় মাসে আরেকবার আপনি আবেদন করতে পারেন, এবং তারপর যতদিন আপনি হাসপাতালে থাকবেন ততদিন প্রতি বছর একবার করে আপনি এই আবেদন করতে পারবেন।

আপনাকে রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন দেওয়া না হলে, আপনার ট্রান্সফার ডায়রেকশনের পর দ্বিতীয় ছয় মাসে একবার আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং তারপর প্রতি বছর একবার এই আবেদন করতে পারেন। এই ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় কে তা এই পত্রিকায় পরে সবিস্তারে জানানো হয়েছে।

আপনি ট্রাইবিউনালের কাছে আবেদন করতে চাইলে এখানে চিঠি লিখতে পারেন ঃ

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN টেলি ঃ 0845 2232022

আপনি আপনার পক্ষ থেকে ট্রাইবিউনালের কাছে চিঠি লেখা এবং হিয়ারিং-এ সাহায্যের জন্য একজন সলিসিটার (solicitor) অর্থাৎ আইনী অধিবক্তার সহায়তা নিতে পারেন। হাসপাতাল এবং ল সোসাইটির কাছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধিবক্তাদের তালিকা আছে। এই সলিসিটারের সহায়তার জন্য আপনাকে দাম দিতে হবে না। লিগ্যাল এড স্কিমে (Legal Aid scheme) এটা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

যদি ট্রাইবিউনাল বলে যে আমাকে হাসপাতালে রাখার প্রয়োজন নেই তাহলে কি হবে?

যদি ট্রাইবিউনাল বলে আপনাকে হাসপাতালে রাখতে হবে না তার মানে আপনাকে হয়ত কয়েদ বা আটকবন্দী রাখার কেন্দ্রে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে, এর ব্যতিক্রম হবে যদি ট্রাইবিউনাল আপনাকে হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দেয়।

আমার কি চিকিৎসা করা হবে?

আপনার মানসিক ব্যধির জন্য আপনার যে চিকিৎসা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আপনার রেসপনসিবল ক্লিনিশিয়ান এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মচারীরা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপনার তাদের পরামর্শ শুনতে হবে।

তিন মাস পরে, আপনার মানসিক ব্যাধির জন্য আপনাকে যে ওষুধ দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ নিয়ম থাকে। আপনি যদি ওষুধ নিতে না চান বা আপনি সেসব ওষুধ নিতে চান কি না তা যদি আপনার অসুস্থতার ফলে আপনার পক্ষে জানানো সম্ভব না হয়, তাহলে আপনার সঙ্গে একজন ডাক্তার দেখা করবেন যিনি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত না। এই স্বতন্ত্র ডাক্তার আপনার সঙ্গে এবং হাসপাতালের যেসব কর্মচারী আপনাকে চেনে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আপনাকে কি ওষুধ দেওয়া যায় তা এই স্বতন্ত্র ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার সঙ্কটাবস্থা না হলে, শুধুমাত্র ঐ ওষুধগুলিই আপনার সম্মতি ছাড়া দেওয়া যায়।

এই স্বতন্ত্র ডাক্তারকে SOAD (সেকেন্ড ওপিনিয়ন অ্যাপয়েন্টেড ডাক্তার) বলা হয় এবং এক স্বাধীন কমিশন এই ডাক্তারকে নিযুক্ত করে, এই কমিশনে মেন্টাল হেলথ্ অ্যাক্ট প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কয়েকটা বিশেষ চিকিৎসা, যেমন ইলেকট্রো-কনভালসিভ থেরাপির (ECT) জন্য পৃথক নিয়মকানুন আছে। যদি কর্মচারীর মনে হয় যে আপনার এরকম বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন তাহলে আপনাকে নিয়মগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনাকে আরেকটি পত্রিকা দেওয়া হবে।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে জানানো

আপনাকে রেস্ট্রিকশন ডায়রেকশন না দেওয়া হলে, মেন্টাল হেল্থ অ্যাক্ট যাকে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হিসাবে গণ্য করবে তাকে এই পত্রিকার একটি কপি দেওয়া হবে।

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টে একটি নামের তালিকা আছে যাদের আপনার আত্মীয় হিসাবে গণ্য করা হবে। সাধারণত ঐ তালিকায় যার নাম সবার ওপরে থাকবে সে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হবে। হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে একটি পত্রিকা দিতে পারে যাতে এর ব্যাখ্যা থাকবে এবং আপনার চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপারে আপনার নিকটতম আত্মীয়র যা যা অধিকার আছে সেসবের উল্লেখ থাকবে।

আপনার কেসে, আমাদের বলা হয়েছে যে আপনার নিকটতম আত্মীয় ঃ

আপনি যদি এই পত্রিকার একটি কপি তাকে দিতে না চান, তাহলে আপনার নার্স বা কর্মীদলের অন্য কোনো সদস্যকে জানিয়ে দেবেন।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বদলানো

আপনার যদি মনে হয় এই ব্যক্তি আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হওয়ার অনুপযুক্ত তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হিসাবে গণ্য করার জন্য কাউন্টি কোর্টের (County Court) কাছে আবেদন করতে পারেন। এর ব্যাখ্যাসহ একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আপনার চিঠিপত্র

আপনাকে যেসব চিঠি পাঠানো হবে সেসব আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি যাকে ইচ্ছা চিঠিপত্র পাঠাতে পারেন, তবে যদি কেউ বলে যে সে আপনার চিঠি পেতে চায় না তাকে আপনার লেখা চিঠি পাঠানো হবে না। হাসপাতালের কর্মচারী এদের জন্য লেখা চিঠি আটকে রাখতে পারে।

আচরণ সংহিতা

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে একটি আচরণ সংহিতা (Code of Practice) আছে যা হাসপাতালের কর্মীদের পরামর্শ দেয়। আপনার পরিচর্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোডে কি বলা হয়েছে তা কর্মীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপনি চাইলে, কোডের একটা কপি চেয়ে নিতে পারেন।

আমি কিভাবে নালিশ করব?

হাসপাতালে আপনার যত্ন পরিচর্যার বিষয়ে যদি নালিশ করতে চান, তাহলে কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলুন। তারা হয়ত সমাধান খুঁজে দিতে পারবে। এছাড়া তারা আপনাকে হাসপাতালের নালিশ প্রণালীর বিষয়েও তথ্য জানাতে পারে, আপনি এই প্রণালী ব্যবহার করে স্থানীয় স্তরে মীমাংসা করে আপনার নালিশের সমাধান করে নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য যারা নালিশ করায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে তাদের ব্যাপারেও তারা জানাতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় হাসপাতালের নালিশ প্রণালী আপনাকে সাহায্য করতে পারছে না তাহলে আপনি একটি স্বতন্ত্র কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট যেভাবে ব্যবহার করা হয় সে ব্যাপারে কমিশন বিশেষ লক্ষ্য রাখে, যাতে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে থাকাকালীন রুগীর যথাযথ যত্নপরিচর্যা হয়। কিভাবে এই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় তার ব্যাখ্যাসমেত একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আরো সাহায্য এবং তথ্য

আপনার যত্ন পরিচর্যা এবং চিকিৎসার বিষয়ে যদি আপনি কিছু বুঝতে না পারেন, কর্মীদলের একজন সদস্য আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এই পত্রিকার কোনো বিষয় যদি আপনি বুঝতে না পারেন কিংবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যার উত্তর এই পত্রিকায় নেই তাহলে কর্মীদলের সদস্যের কাছ থেকে তা বুঝে নেবেন।

আপনি যদি অন্য কারুর জন্য এই পত্রিকার কপি চান, তাহলে চেয়ে নেবেন।